নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের জন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নির্মূলের কোনো বিকল্প নেই

সকল ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার বিরোধী গোষ্ঠী, বিশেষ করে ঘরের বাইরে নারীর অবাধ যাতায়াত ও কাজ করার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী মানুষ নারী নির্যাতন প্রশ্নে সর্বদাই নারীর ঘরের বাইরে যাওয়া, পর্দা না-করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল বা অন্যত্র পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাকেই দায়ী করে থাকেন। তারা বলতে চান যে, ঘরে বা পারিবারিক পরিসরে থাকলেই নারীরা নির্যাতন বা সহিংসতা থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর এই অবস্থান যে পুরোটাই মতাদর্শিক ও মোটেই বাস্তবভিত্তিক নয়, তার অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সম্প্রতি প্রকাশিত এতদবিষয়ক জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত। ডিসেম্বর ২০১৩-এ প্রকাশিত এই জরিপ তথ্য মতে, দেশের ৮৭.৭ শতাংশ বিবাহিত নারীই তাদের স্বামীদের দ্বারা কোনো-না-কোনো সময়ে কোনো-না-কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার। তথ্য মতে, নির্যাতিতদের ৬৪.৬ শতাংশ শারীরিক, ৩৬.৫ শতাংশ যৌন, ৮১.৬ শতাংশ মানসিক ও ৫৩.২ শতাংশ অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। একইভাবে, বাবার বাড়িতেও নারীরা নির্যাতনের শিকার হন। জরিপ বলছে, নারীরা পারিবারিক পরিসরেই বেশি নির্যাতিত হন। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে এই জরিপের জন্য দেশের ৭টি বিভাগের ৭টি গ্রাম ও ৭টি শহরের ১৫ বছরের বেশি বয়েসি সাড়ে ১২ হাজার নারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ঘরে-বাইরে নারীকে সুরক্ষা দিতে আমাদের আছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ নারীই নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য আইনের আশ্রয় নিতে যান না। জরিপতথ্য জানাচ্ছে, স্বামী ও পরিবার সদস্যদের দ্বারা আরো নির্যাতিত হবার ভয়, আইনের আশ্রয় নেওয়াকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং নিজের ও পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করেই তারা আইনের আশ্রয় নেন না। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, পরিবারে থেকে পরিবারের একজনের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যে কারো জন্যই কঠিন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি মজবুত না-থাকায় নারীদের জন্য সেটা আরো কঠিন।

এই বাস্তবতাটি ধারণা দেয় যে, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে কেবল আইন থাকাই যথেষ্ট নয়। নারীরা যাতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনি সুবিধা ভোগ করতে পারেন, সমাজে সেরকম অনুকূল শর্তও তৈরি করতে হবে। সর্বোপরি, ঘরে ও বাইরে যেকোনো স্থানেই লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যাতে না-ঘটে, সে ব্যাপারে আমাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে। সেজন্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিলোপ ঘটিয়ে সমাজে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বাধাসমূহ অপসারণ করা এবং পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। আর এটা সম্ভব পরিবার, শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতসহ কর্মক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার-বিষয়ক সচেতনতার প্রসার ঘটিয়েই।

এ জরিপ থেকে আরো যেসব তথ্য উঠে এসেছে তার মধ্যে আছে, বিবাহিত নারীদের ৫৬ শতাংশেরই বিয়ে হয়েছে তাদের বয়স ১৮-য় পৌঁছুবার আগে। ২৬ শতাংশ নারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর সাথে মিলনের সময় আহত হয়েছেন। ৩০ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা স্বামীর ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক মিলনে বাধ্য হন। জরিপে বিয়ের আগের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা-ও সমানভাবে উদ্বেগজনক। অংশগ্রহণকারী ৪২ শতাংশ নারী বলেছেন, তারা ১৪ বছর বয়স হবার আগেই বলপূর্বক যৌনসম্পর্কে বাধ্য হয়েছেন এবং ৩৫ শতাংশ জনিয়েছেন, তাদের এ অভিজ্ঞতা হয় ১৯ বছর বয়স হবার আগেই। এই চিত্রটি আমাদের দেশে সমন্বিত যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং অধিকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটাকেও সামনে নিয়ে আসে।

আমরা যে ধরনের বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সে স্বপ্নসীমায় আরোহণের পথে একটি বড়ো ধরনের অন্তরায়। নারী-পুরুষ মিলিতভাবে একটি সমতাভিত্তিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে হলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নির্মূলের কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করা আমাদের প্রত্যেকেরই নাগরিক দায়িত্ব।

 ISSN 2313-0040#